পানি, স্যানিটেন, স্বাস্থ্যবিধি ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusion)[1]

ভূমিকা

সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য বিদ্যমান, সেজন্য পানি ব্যবস্থাপনায় ও এ সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে সামাজিক 'অর্ন্তভূক্তিকরণ' (Social Inclusion) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেন্ডার এ্যন্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA) মানুষদের তাদের নিজেদের পানি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং জ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে 'অর্ন্তভূক্তিকরণ'কে (Inclusion) উৎসাহিত করে: "*পানি ব্যবহারকারীদের আওয়াজ তুলতে দিন*"

দু-পৃষ্ঠার এই ডকুমেন্টটি পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার (IWRM) মূলধারায় জেন্ডার, 'অর্ন্তভূক্তিকরণ' (Inclusion) ও ক্ষমতায়ণ (Empowerment) বিষয় গুলো অর্ন্তভূক্তির জন্য একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে।

ধারনাগত কাঠামো (Conceptual Framework)

অর্ন্তভূক্তি (Inclusion): নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক ও বৈচিত্রকে বিবেচনায় আনা, কেননা নির্দিষ্ট একটি মাপের কোন কিছু অন্য সব কিছুর সাথে মাপসই হবেনা।

জেন্ডার (Gender): নারী ও পুরুষ, নারী, হিজড়া, বিভিন্ন বয়সী ও জীবন যাপন অবস্থার,আদিবাসী, ভিন্ন সামর্থ্য, শিক্ষা, ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ককে বুঝায়।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (IWRM): সুপেয় পানির প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে ভূমির সংরক্ষণ ও নিরপত্তাকে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় (IWRM) পানি,স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিকেও (WASH) এর অর্ন্তভুক্ত করে।

ক্ষমতায়ণ (Empowerment): এমন একটি পক্রিয়া যখন মানুষ তার নিজের জীবন যাপন ও জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ক্ষমতায়ণ প্রক্রিয়ায় ৪টি উপাদানের সমন্বয় ঘটতে হয়: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক /সাংস্কৃতিক এবং শাররীক ক্ষমতায়ণ।

নদী ভাঙ্গনের কারনে নিজেদের জমি ও বসতভিটা হারিয়ে এই জনগোষ্ঠী এখন গুচ্ছগ্রামে এসে বাস করছে

বাংলাদেশের পানি,স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি (WASH and IWRM in Bangladesh)

২০০০ সাল থেকে, ১৬০ ও ২০০ মিলিয়ন উর্ধমূখী জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার দিক থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের যৌথ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ (JMP (WHO/UNICEF-2017), যারা সরকারের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যখন ৯৭% মানুষের খাবার পানির অভিগম্যতা রয়েছে এবং ৫৫% মানুষের সুপেয় পানির সুযোগ রয়েছে তখন সিমীত, প্রয়োজনীয়, নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশনও ৪০% থেকে ৭০% এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় (IWRM) গুরুত্বপূর্ন জেন্ডার ও অর্ন্তভূক্তিকরণ(Inclusion) বিষয়গুলো হলো:

পানি (Water)

বাংলাদেশে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকাতেই নারী ও কিশোরী মেয়েরাই মূলত পানির দায়িত্ব পালন করে থাকে। গৃহস্থালী কাজের জন্য তাদের বাইরে গিয়ে পড়াশুনো বাধাগ্রস্থ ও অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

যেসব জায়গায় পানি আর্সেনিক বা লবনাক্ততার কারনে দূষিত অথবা নিরাপদ পানির উৎসই বহু দূরে, সেখানে নারী ও কিশোরী মেয়েদেরকে পানি সংগ্রহে অনেকদূর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়, তাতে তাদের কখনও পরে যাবার ও শাররীক ও মানসিকভাবে অপমানিত হবার ঝুঁকিতে থাকতে হয়।

[1] ওয়াটারশেড প্রকল্পের মাঠ পরিদর্শনের সময়ে তোলা ছবিসহ, ভোলা, বাংলাদেশ

অন্যদিকে, যেখানে নিরাপদ পানি বিনামূল্যে পাবার সুযোগ নেই, সেখানেও নারীকেই টাকা খরচ করে পরিবারের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে হয়।

যদি পরিবারের উপার্জনক্ষম কেউ না থাকে, নিরাপদ পানি তাদের জন্য সুলভ নয়। উদাহরনস্বরুপ, উপকূলীয় অঞ্চলে, নারী প্রধান বা নারী পরিচালিত পরিবারগুলোকে লবনমুক্তকরণ পানির কল (ডিস্যলাইনাইজেশন প্ল্যান্ট) থেকে প্রাপ্ত পানি তাদের জন্য খুবই ব্যয়বহুল।

খাবার পানি, ভোলা, বাংলাদেশ

দূর্যোগের সময়, নিয়মিত পানি সরবরাহ ও টয়লেট ব্যবস্থা যখন অকার্যকর হয়, নারীর জন্য এর অর্থ হলো অন্যত্র, সাধারনত দূরে কোথাও থেকে তাকে সুপেয় পানির খোঁজ করতে হবে।

স্যানিটেশন (Sanitation)

নিজেকে হালকা করার জন্য যেকোন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া পুরুষের জন্য সম্ভব হতে পারে। কিন্তু নারীরা তাঁদের যৌনাঙ্গ, রজস্রাব, গর্ভবতী হওয়া ও জন্মদানের সাথে সাথে শাররীক দিক থেকেও তুলনামূলকভাবে দূর্বল ও সহজেই জীবানু আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে। নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ভীষন প্রয়োজন।

যখন কোথাও অল্প সংখ্যক টয়লেট, ব্যবহারকারীকে অনেকদূর অবধি হাঁটতে হয়, যা কিনা কিছু মানুষ যেমন বৃদ্ধ, শিশু,কিশোরী গর্ভবতী মা, শাররীক প্রতিবন্ধি বিশেষ করে রাত ও দূর্যোগকালীন সময়ে দূরহ হয়ে যায়। সুতরাং আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে টয়লেট থাকাটা ভীষন জরুরী।

টয়লেটের স্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরনস্বরূপ টয়লেট রাস্তার পাশে যেখানে বহু মানুষ হাটাচলা করে,সেখানে হওয়া উচিৎ না। টয়লেট ঝোপঝাড়, অথবা অন্ধকার বা পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে বিপদের ঝুঁকি আছে, এমন জায়গাতেও হওয়া উচিৎ না।

ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্যবহারকারীর চাহিদার ভিন্নতা অনুযায়ী টয়লেটের নকশা ও প্রযুক্তির ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। বয়স্ক মানুষ ও গর্ভবতী নারীর জন্য উচু কমোড যেমন প্রয়োজন, শিশুদের জন্য প্রয়োজন নীচু কমোড এবং প্রতিবন্ধি মানুষের জন্য তাদের প্রতিবন্ধকতার ধরন অনুযায়ী টয়লেট হতে হবে। আবার নারী ও পুরুষ ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তির চাহিদারও ভিন্নতা রয়েছে।

মাসিক/পিরিয়ড হওয়া নারী ও মেয়েদের জন্য দরজা ছিটকিনি, ময়লার ঝুঁড়ি বা বালতি, শুকনো তাক ও হ্যাঙার ব্যবস্থাসহ টয়লেট হওয়া প্রয়োজন, যাতে সেই বিশেষ সময়ে স্যানিটারী ন্যাপকিন সহ অন্যান্য ব্যবহারের জামা ও প্যান্ট তাতে রাখতে পারে।

জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যেসব স্থান, যেমন বাজার,বাস ও ট্রেন ষ্টেশন এবং আরো অনেক স্থান যেখানে অনেক নারীরা কাজ করে ও চলাচল করে, সেসব স্থানে তাদের জন্য টয়লেটের তেমন সুব্যবস্থা নেই। কখনও সেখানে টয়লেট তৈরী করা হলেও তা নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা, পরিস্কার ও ছিটকিনি যুক্ত নয়। সুতরাং নারীদের জন্য তা ব্যবহার করার একেবারে অনুপযুক্ত।

জেন্ডার ও পানি এ্যাডভোকেসি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene)

যদি প্রতিটি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে টয়লেটের যে স্বাস্থ্যবিধি তা অর্জন করা সম্ভব হত । যেহেতু একই টয়লেট ২/৩ পরিবার মিলে ব্যবহার করতে হয়, কে কখন তা পরিস্কার করবে তার একটি সূচি ও তালিকা থাকারও প্রয়োজন, যদিও বা তা বেশিরভাগ সময়েই চালু রাখা কঠিন হবে ।

বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা স্বাস্থ্যবিধিসম্পন্ন টয়লেট থাকা উচিৎ।"বিদ্যালয় স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি" বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা, বিশেষ করে সঠিক নিয়মে হাতধোয়ার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিদ্যালয় গুলোতে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ।।

টয়লেট ব্যবস্থাপনা ও পরিস্কার পরিছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে নেয়া উচিৎ। যদি সকল টয়লেট ব্যবহারকারীই নিজেদেরকে সমান দায়িত্বশীল ভাবতে পারে, তাহলে এর স্থায়িত্বও নিশ্চিত করা যাবে।

উদ্বাস্তু শিবিরের টয়লেটগুলোতে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি ও নিরপত্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেখানে অনেক মানুষ একে অন্যকে চিনেনা কিন্তু পাশাপাশি বসবাস করছে ও একই টয়লেট ব্যবহার করতে হচ্ছে। সেখানকার মানুষরা জীবানু দ্বারা আক্রান্ত ও নারীরা ধর্ষন ও উত্যক্ত হবার

মত ঝুঁকিতে থাকতে হয়। এধরনের আশ্রয় শিবিরে টয়লেটের অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন গৃহস্থালী বা পারিবারিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene) মেনে চলা সকলের জন্যই গুরুত্বপূণ, এবং নারী সদস্যরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকে, বিশেষ করে শিশুদের । যদি পরিবারের সদস্যদের কেউ অসুস্থ হয়, নারী সদস্যকেই তাদের যত্ন নিতে হয়, তাদের নিজেদের শাররীক শক্তিও খুবই কম থাকে এবং আথিক কাজের জন্য খুবই কম সময় পেয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি নারীর দারিদ্রতার কারন হয়ে দাড়ায়।

যখন টয়লেট নারীর জন্য তুলনামূলকভাবে বেশী প্রয়োজন ও পুরুষরা পারিবারিক ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, প্রায়ই তাঁদের কাছে টয়লেট ছাড়া অন্যান্য বিষয় বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

দূর্যোগকালীন সময়ে, আস্রয়শিবিরে অনেক মানুষকে এক সাথে থাকতে হয় এবং নারী ও পুরুষের স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে। সেখানে হয়তবা টয়লেট রয়েছে, কিন্তু সেটা নারী পুরুষের জন্য আলাদা বা সব সময় ব্যবহারের উপযোগীও হয়তবা নয়। এসময়ে, নারীরা উপরন্তু তাদের বাড়ীতেই অবস্থান করে। দূর্যোগকালীন সময়ে, এই পরিস্থিতির কারনে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় নারীর মৃত্যু ঘটে।

টয়লেট গুলো সব স্বাস্থ্যবিধিসম্পন্ন নয়

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (IWRM)

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায়, নারীর পানি ব্যবস্থাপনা সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। কৃষিতে সেচ ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সম্পকিত সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলত পুরুষের কাজ বলে মনে করা হয়: যে উদ্দ্যেশেই পানি ব্যবহার হোকনা কেন তার সিদ্ধান্ত পুরুষই নিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ৯৬ ভাগ পানি কৃষিতে (BBS)ও মাত্র ২% পানি খাবার ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে।

কৃষিতে পানির ব্যবহার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর চূড়ান্ত ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে,অন্যদিকে বরেন্দ্র এলাকার বছরের অর্ধেক সময়ে কূয়োতে পানি না থাকায় নারীরা পানি সংগ্রহে খুবই অসুবিধায় থাকে। এই অঞ্চল দেশের সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে পরিচিত। পানি নীতিতে (Water Act 2013), সরকার পরিস্কারভাবে খাবার পানিকে সব রকম ব্যবহারের মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভোলায়, নদী ভাঙন ও ঘূর্ণিঝড় নারী ও পুরুষের জীবনে ভিন্ন প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশেও সুপেয় পানির বড় অভাব, ফলে পানির চাহিদা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম নয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহূল দেশের একটি যা বেশিরভাগ খাদ্যের চাহিদার দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং অবাক হবার কিছু নেই যে এখানে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন। এমনকি বর্ষাকালের ৪ মাস সময়ের প্রচুর বৃষ্টিপাতে প্রতিবছরে নাটকীয়ভাবে ভূগর্ভস্থ পানিতে ডুবে যাচ্ছে।

পানি দূষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হলো আর্সেনিক এবং ক্রমবর্ধমান লবনাক্ততা, এছাড়াও শিল্প ও কৃষির উৎস থেকেও পানি দূষিত হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনার সব ক্ষেত্রেই জেন্ডার ও অর্ন্তভুক্তিকরণ বিষয়গুলো রয়েছে। ধনী মানুষরা সুপেয় পানি হয়তোবা কিনতে পারবে, কিন্তুক্রমবর্ধমান লবনাক্ততার ফলস্বরুপ বহু মানুষ (প্রথমে পুরুষ ও পরে কখনও নারীরা তাদের অনুসরণ করবে) শহরে পাড়ি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে তারা পানি পাবে ও প্রতিদিনের কাজের মজুরীও হয়ত পেতে পারে সেই আশায়।

একটি নতুন গভীর নলকূপ, সবুজ রঙের অর্থ 'এটি আর্সেনিকমুক্ত'

অন্তর্ভূক্তি (Inclusion) বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলাকালে দলীয় আলোচনা

সলিড বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)

এটি পানি, স্যানিটেশন (WASH) ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনারই (IWRM) একটি অংশ। সঠিকভাবে সলিড বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করা গেলে তা পুকুর বা নদীতে গিয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে গৃহস্থালী কাজে এমনকি খাবারের পানি হিসেবে ও ব্যবহৃত হয়। বর্জ্য সম্পকিত বিষয়ে নারী ও পুরুষের আলাদা অবস্থান রয়েছে। পরিবারে শেষ পর্যন্ত কি কি ফেলে দিতে হবে তা নারীরাই স্থির করে।

মৎস্যজীবি পরিবার, ভোলা

উপসংহার (Conclusion)

প্রথমত, নারীরা পানির প্রাপ্যতা ও গুনাগুন বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন পানি ব্যবস্থাপক, তাই তাঁদের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত পানি বিষয়ক সকল সিদ্ধান্তে অংশগ্রহন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের চেয়ে নারীদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও উন্নত টয়লেটের সুযোগ বেশী প্রয়োজন। সুতরাং নারীদের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কোথাও যদি কোন পানি ,স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়, নারীকে সেখানে নেতৃত্বস্থানীয় অবস্থানে থাকা উচিৎ। প্রায়শই নারীর নাম এই কমিটি গুলোতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়, তবে তাদেরকে সভাগুলোতে আমন্ত্রন করা হয়না বা তাদের কথা শোনাও হয়না। সত্যিকার অর্থে তাঁদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রায়শই দেখা যায় গরীব মানুষ, যেমন বিধবা, যারা একা থাকেন ও নলকূপ বা টয়লেটের জন্য খরচ করতে পারেননা, কারন তাদের একদমই কোন আয় নেই। স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়গুলো সাধারনত আলোচনা করার জন্য নিষিদ্ধ বা ট্যাবু মনে করা হয়। মলত্যাগ, প্রসাব, রজঃস্রাব, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এভাবে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি অবহেলিত হয়ে পড়ে। আমাদের গ্রহনযোগ্য শব্দ ব্যবহার করে, মার্জিত উপায়ে, এই নিষিদ্ধভাব বা ট্যাবুকে ভাঙতে হবে যা নারী ও পুরুষ ও প্রত্যেকের মর্যাদাকে সন্মান করবে।

তবে, সর্বত্র, পানি খাতে জেন্ডার বিষয়ে দক্ষতা বেশ কম রয়েছে। বাংলাদেশে খুব কমই জেন্ডার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাদের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) এবং কৃষি অথবা পরিবেশগত পানি দক্ষতার মত কারিগরী বিষয় সর্ম্পকে জ্ঞান রয়েছে । অনেক সরকারী সংস্থায় কিছু নির্দিষ্ট অফিসারকে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়, তবে সে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা তৈরীর প্রায়শই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও, টেশসই উন্নয়ন ৬ (SDG 6) এর পর্যবেক্ষণ কেবল তখনই সম্ভব যখন সবাই জেন্ডার-পৃথক (Gender- disaggregated) তথ্য সংগ্রহের কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করবে এবং সকল কাজ জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে সম্পাদন করবে। যথাযথ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার (IWRM) সুযোগ সুবিধা তৈরী করা ছাড়া ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। (২০১৯, ইয়োকা ,খাদিজা)